যুগান্তর

তারিখ 17 FEB 2017
পৃষ্ঠা 20 2

নাঙ্গলকোটের টি নিশ্চিন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের নির্যাতনের ভয়ে স্কুলে যাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

কুমিল্লা ব্যুরো

কুমিল্লায় বেপরোয়া শিক্ষকদের বেত্রাঘাতসহ নির্যাতনের ভয়ে স্কুলে আসছে না শিক্ষার্থীরা। জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার মক্রবপুর ইউপির টি নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেপরোয়া তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মারধরসহ নানা প্রকার নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের ওই ৩ শিক্ষকের নির্যাতনের ভয়ে এলাকার বেশ কিছু কোমলমতি শিক্ষার্থী এখন আর স্কুলে আসছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে এলাকায় সাধারণ অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। অভিযুক্ত ওইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি এলাকাবাসীর।

অভিযোগে জানা যায়, জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার টি নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ওই বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নানা অজুহাতে মারধরসহ নির্যাতন করে আসছে। অভিভাবকরা জানায়, তিন সহকারী শিক্ষক ফখরুল ইসলাম জসিম, সাইফুল ইসলাম ও সৈয়দ আবু হাসিব নিজেদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল শিক্ষার্থীদের দিয়ে পরিষ্কার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ, নিজেদের ব্যক্তিগত কাজসহ নানা প্রকার কাজ করিয়ে আসছেন। এ নিয়ে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সভাপতি, অভিভাবক প্রতিনিধির কাছে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ করা হলেও অভিযুক্ত শিক্ষকরা এখনও বহাল তবিয়তে। এদিকে গত মঙ্গলবার টি. নিশ্চিন্তপুর গ্রামের সহিদ মিয়ার মেয়ে ৪র্থ শ্রেণীর শিশু শিক্ষার্থী শাহিদা আক্তারকে (৯) সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলাম রুম ঝাড়ু ও তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল পরিষ্কার করে দিতে নির্দেশ দেন। রুম ঝাড়ু না দেয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে শাহিদাকে বেত্রাঘাত করে স্কুল থেকে বের করে দেন ওই শিক্ষক। আহত অবস্থায় ওই শিক্ষার্থী কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে গেলে অভিভাবক তাকে নাঙ্গলকোট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা প্রদান করেন। শিশু শিক্ষার্থী শাহিদা আক্তারকে স্কুলে যেতে বললে ভয়ে সে এখন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অভিযুক্ত এসব শিক্ষক প্রায়ই শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ধোয়ামোছা, চা-নাস্তা আনা-নেয়ার কাজ করিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ করা হয়। অভিযুক্ত শিক্ষক সাইফুল আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে এটা বানোয়াট ও মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু হানিফ বলেন, ঘটনাটি আমি শুনেছি। এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। ঘটনার সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সফিউল আলম সুমন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ওই তিন শিক্ষক প্রায়ই স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মারধর করে এবং তিনজনই এক সঙ্গে চলাফেরা ও দেরিতে ক্লাসে আসে।